তারিখ ... 03. AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ২ ......

সমকাল

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কার্যালয় থেকে নেতাকর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কেউ যেন ইউনিয়ন না করে, সে জন্য দেখানো হচ্ছে চাকরিচ্যুতিসহ নানা ভয়-ভীতি। আর এসব অভিযোগ খোদ এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এ এম এম আজহারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি এনটিআরসিএ চেয়ারম্যানের হাত থেকে জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতাকর্মীদের রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে তেমন কিছু করতে রাজি হননি এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এ এম এম আজহার।

জানা যায়, এনটিআরসিএ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে গতকাল রোববার প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে এনটিআরসিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এর আগে অভিযোগ দেওয়া হয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের অন্যান্য দপ্তরে। এনটিআরসিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি ইমদাদুল হক সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ওই অভিযোগে বলা হয়েছে, এনটিআরসিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন জাতীয় শ্রমিক লীগ অধিভুক্ত একটি ইউনিয়ন। এ ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় শ্রমিক লীগের যাবতীয় কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। গত ২৬ মে এ এম এম আজহার এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এনটিআরসিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ নেতাকর্মীদের শ্রমিক লীগ থেকে অব্যাহতি নিতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। অব্যাহতি না নেওয়ায় ইউনিয়ন নেতাদের চাকরিচ্যুত করার হুমকি দিচ্ছেন তিনি।

বিষয়টি জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানালে গত ১৩ জুলাই জাতীয় শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন দেওয়া হয়। এনটিআরসিএ সভাপতি ইমদাদুল হক সোহাগ জানান, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের ওই আবেদনের বিষয়টি জানতে পেরে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান গত ২৯ জুলাই ইউনিয়নের কার্যালয় থেকে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ সব নেতাকর্মীকে বের করে দেন। এমনকি ওই কার্যালয়ে থাকা জাতীয় শ্রমিক লীগের ব্যানারপর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়। পাশাপাশি ইউনিয়নের কার্যালয়টিকে গাড়িচালকদের বিশ্রামাগার হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে ফোনে জানতে চাইলে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এ এম এম আজহার বলেন, 'তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। পরে ফোন দিতে বলেন। পরে ফোন দিলেও ধরেননি আর। এক ঘণ্টা পর তিনি ফোন রিসিভ করে বলেন, ওরা যেখানে খুশি সেখানে অভিযোগ দিক, আমার কোনো আপত্তি নেই। কাজ বন্ধ করে ইউনিয়ন অফিসে আড্ডা দেওয়া হয়। এ কারণে ওই অফিস বন্ধ করে দিয়েছি। এর বাইরে আমি কিছু বলব না। আরও কিছু জানতে চাইলে আপনি এনটিআরসিএ সচিব হাফিজ উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এদিকে সচিব হাফিজ উদ্দিনের মোবাইলে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।